গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

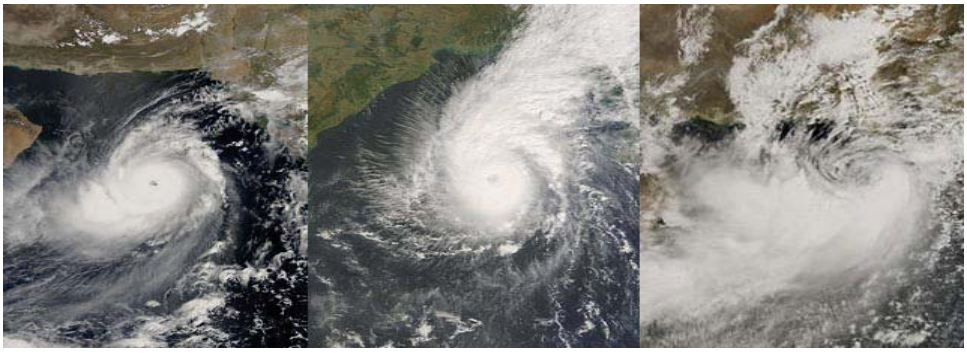

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি, ২০১২
(১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে 'বাংলাদেশ গেজেট' এর অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত)

প্রকাশনায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ই-মেইলঃ info@dmrd.gov.bd
ওয়েবসাইটঃ www.dmrd.gov.bd

মুদ্রণে সহযোগিতায়

কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
ফোন : ৮৮ ০২ ৯৮৯০৯৩৭
ই-মেইলঃ info@cdmp.org.bd
ওয়েবসাইটঃ www.cdmp.org.bd

সূচিপত্র

১.	ভূমিকা	০১
২.	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংজ্ঞা	০৪
৩.	নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্বাচন	০৫
৪.	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ডিজাইন	০৭
৫.	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের আবশ্যিক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ	১১
৬.	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা	১২
৭.	স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব	১৩
৮.	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা সংরক্ষণ	১৪
৯.	মাটির কিল্লাসমূহের ব্যবস্থাপনা	১৫
১০.	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিত্যক্ত ঘোষণা ও বিক্রয়	১৭
১১.	স্বাভাবিক সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার	১৯
১২.	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি	২১
১৩	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্য-পরিধি	২২
১৪.	বিশেষ নির্দেশাবলী	২৪
১৫.	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ডিজাইন-১	৩০
১৬.	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ডিজাইন-২	৩১
১৭.	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ডিজাইন-৩	৩২

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১

১.০ ভূমিকা

১.১ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতির কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। উপকূলীয় দ্বীপসমূহের অবস্থান ও বঙ্গোপসাগরের ত্রিভূজাকৃতি ফানেল উপকূলীয় অঞ্চলকে ঘূর্ণিঝড় এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রবণ এলাকায় পরিণত করেছে। ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সম্পদের প্রচুর ক্ষতিসহ যথাক্রমে ৩ লক্ষ ও ১.৩৮ লক্ষ মানুষ মারা যায়। ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এবং ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'-য় সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হলেও প্রস্তুতি কর্মসূচি জোরদার থাকায় জীবনহানির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩,৪০৬ ও ১৯০ জন। ৭০০ কিলোমিটার বিস্তৃত বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সাড়ে তিন কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ চরম ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে। সিডর, আইলা-র মতো প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের ছোবল হতে জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংগঠন উপকূলীয় অঞ্চলে বেশ কিছু ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে এবং আরো আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১.২ উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর কাঠামোগত নকশা এবং সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন রকম। দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণের কারণে ইতোমধ্যেই অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। একদিকে স্বাভাবিক সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, অন্যদিকে উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংগঠনসমূহ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এ ছাড়াও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাতীয় বাজেটে সুনির্দিষ্ট খাত নেই।

১.৩ ১৯৯৬ সালে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করলেও তা চাহিদার তুলনায় অসম্পূর্ণ এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় প্রয়োজনের তাগিদে এ নীতিমালা পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য যুগোপযোগী নীতিমালা প্রস্তুত করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

১.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত ও অনুমোদনক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ হতে এপ্রিল, ২০১০ মাসে **'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী'** (Standing Orders on Disaster) প্রকাশিত হয়। এ আদেশাবলী অনুযায়ী খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ দুর্যোগ প্রস্তুতি, দুর্যোগকালে মানবিক সহায়তা প্রদান এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সকল কার্যক্রম সমন্বয় করবে। যেহেতু ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত এবং দুর্যোগকালে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, সেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ বিভাগের ওপর ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহারের সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব বর্তায়। বর্ণিতাবস্থায়, সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ হতে **''ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১''** প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার আশা করছে যে, এখন হতে এ নীতিমালা অনুসরণ করলে উপকূলীয় এলাকায় নির্মিত, নির্মাণাধীন ও নির্মিতব্য বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২.০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র

২.১ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র RCC পিলারের ওপর নির্মিত একটি পাকা ভবন (Structured Building) যার নীচ তলা জলোচ্ছ্বাসের পানি প্রবাহের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এর কাঠামোগত নকশা এমনভাবে প্রস্তুত হবে যেন তা প্রবল বেগে প্রবাহিত ঝড়ো হাওয়ায় অক্ষত থাকে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের নির্দিষ্ট সংকেত জারির পর স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও গবাদি পশুর নিরাপদ আশ্রয় লাভের জন্য এ ভবন উন্মুক্ত করতে হবে এবং সংকেত প্রত্যাহার করা হলে খালি করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র কেবল দুর্যোগকালীন সাময়িক আশ্রয় গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হবে যা কোনভাবেই স্থানচ্যুত (Displaced) লোকজনের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হবে না।

২.২ উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত এবং ভবিষ্যতে নির্মিতব্য সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বহুতল ভবন এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন অনুরূপ বাণিজ্যিক ভবন ঘূর্ণিঝড়ের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ভবন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন মালিকের সাথে সরকারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করবেন।

২.৩ নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্বাচন

২.৩.১ সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পূর্বে স্থান নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

২.৩.২ আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান অবশ্যই বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি বিশেষতঃ সর্বোচ্চ ১.৫ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে হতে হবে যাতে দুর্যোগকালে জনগণ দ্রুততার সাথে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পারে।

২.৩.৩ আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা, উপজেলা ও পৌরসভা সদর দপ্তর পরিহার করতে হবে।

২.৩.৪ একান্ত আবশ্যক না হলে শুধু আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য (Stand Alone) কোন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা যাবে না। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২.৩.৫ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগ / বিধিবদ্ধ সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং কোন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংগঠন কর্তৃক ভবিষ্যতে নির্মিতব্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র যাতে সুবিধাজনক স্থানে নির্মিত হয় সে লক্ষ্যে পরিকল্পনা

পর্যায়ে Geographical Information System (GIS) প্রয়োগের মাধ্যমে লোকালয়, জনসংখ্যার ঘনত্ব, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিকটতম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের দূরত্ব, ভূমির প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিবেচনা করে আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের স্থান প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক হতে হবে।

২.৩.৬ সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার খোলা জায়গা যা খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে না এমন স্থানে বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রাধান্য দিতে হবে।

২.৩.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন জরাজীর্ণ হলে তা অপসারণ করে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।

২.৩.৮ আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগসড়ক ব্যবহার উপযোগী হতে হবে এবং প্রধান সড়কের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার (Catchments Area) সকল রাস্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পেই এ সকল সংযোগ রাস্তা তৈরীর ব্যয়ের সংস্থান রাখতে হবে।

২.৩.৯ আশ্রয়কেন্দ্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা অবশ্যই নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধীসহ সকল জনগোষ্ঠীর ব্যবহার উপযোগী হতে হবে।

৩.০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ ডিজাইন

৩.১ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত মানসম্মত (Standard) ডিজাইন হিসেবে অবস্থাভেদে এ নীতিমালা সংযুক্ত ১, ২ ও ৩ নম্বর ডিজাইনের যে কোন একটি অনুসরণ করতে হবে। ১, ২ ও ৩ নং ডিজাইনের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

ডিজাইন-১: কলেজ/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা-কাম-বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র

প্লিন্থ (plinth) এরিয়া- প্রতি তলায় ২৭৫-৩০০ বর্গ মিটার

জমির পরিমাণ- আনুমানিক ১২ শতাংশ

ধারণ ক্ষমতা- ৩য় তলা হতে পরবর্তী প্রতি তলায় ১০০০ জন (প্রায়)

৬ (ছয়) কক্ষবিশিষ্ট কমপক্ষে তিনতলা ভিতে দোতলা পর্যন্ত RAMP সুবিধাসহ পরিমাণমত একটি কক্ষ প্রতিবন্ধী ও অসহায়দের জন্য সংরক্ষিত রেখে দোতলার বাকী কক্ষ গৃহপালিত পশুর জন্য ফাঁকা রাখতে হবে।

ডিজাইন-২: প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম-বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র

প্লিন্থ এরিয়া- প্রতি তলায় ২২০-২৩০ বর্গ মিটার

জমির পরিমাণ- আনুমানিক ১০ শতাংশ

ধারণ ক্ষমতা- ৩য় তলা হতে পরবর্তী প্রতি তলায়
৮০০ জন (প্রায়)

৪ (চার) কক্ষবিশিষ্ট কমপক্ষে তিনতলা ভিতে দোতলা পর্যন্ত RAMP সুবিধাসহ পরিমাণমত একটি কক্ষ প্রতিবন্ধী ও অসহায়দের জন্য সংরক্ষিত রেখে দোতলার বাকী কক্ষ গৃহপালিত পশুর জন্য ফাঁকা রাখতে হবে।

ডিজাইন-৩: বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র

প্লিন্থ এরিয়া- প্রতি তলায় ২০০ বর্গ মিটার (প্রায়)

জমির পরিমাণ- আনুমানিক ১০ শতাংশ

ধারণ ক্ষমতা- ৩য় তলা হতে পরবর্তী প্রতি তলায়
৭৫০ জন (প্রায়)

৪ (চার) কক্ষবিশিষ্ট কমপক্ষে তিনতলা ভিতে দোতলা পর্যন্ত RAMP সুবিধাসহ পরিমাণমত একটি কক্ষ প্রতিবন্ধী ও অসহায়দের জন্য সংরক্ষিত রেখে দোতলার বাকী কক্ষ গৃহপালিত পশুর জন্য ফাঁকা রাখতে হবে।

৩.২ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রাক্কালে জমির প্রাপ্যতা অনুসারে অনুচ্ছেদ- ৩.১ এ উল্লিখিত ৩টি ডিজাইন এর যে কোন একটি অনুসরণ করা সম্ভব না হলে ভূমির পর্যাপ্ততা ও কৌণিক অবস্থান অনুযায়ী নির্মিতব্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের প্লিন্থ এরিয়া আনুপাতিক হারে কম বা বেশী করা যাবে।

৩.৩ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মেঝের উচ্চতা নির্ধারণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি) কর্তৃক প্রণীত 'ইউনিয়ন ভিত্তিক জলোচ্ছ্বাস ঝুঁকি মানচিত্র' (Union based Inundation Risk Map) অনুসরণ করতে হবে।

৩.৪ জলোচ্ছ্বাসের সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে ন্যুনতম ৩ ফুট উচ্চতায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের প্লিন্থ (Plinth) লেভেল নির্ধারণ করতে হবে।

৩.৫ উঁচু মাটির টিলা বা মাটির কিল্লার ওপর নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রের নীচতলার খোলা স্থান গবাদি পশুর আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

৩.৬ এলাকাভেদে জলোচ্ছ্বাস ৬ ফুট থেকে ২০ ফুট এবং বাতাসের গতি ঘণ্টায় কমপক্ষে ২৬০ কিলোমিটার বিবেচনায় নিয়ে Structural Design প্রণয়ন করতে হবে।

৩.৭ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে নির্মাণে গুণগত মান রক্ষা করতে হবে। এর নির্মাণ ব্যয় যাতে Cost Effective হয় সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

৩.৮ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময় লবণাক্ততার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩.৯ GIS/GPS/GTV Mapping এর সুবিধার্থে প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের ছাদে সাদা রঙ্গের ওপর কালো কালিতে বড় করে ইংরেজি 'S' লিখতে হবে।

৩.১০ প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময় পরিবেশ প্রভাব (Environmental Impact Assessment) বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা করতে হবে।

৩.১১ উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (Bangladesh National Building Code) অনুসরণ করতে হবে।

৩.১২ কোন অবস্থাতেই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য কোন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক তার বসতভিটা বা আবাদি জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না।

৩.১৩ উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিতব্য সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান অবশ্যই বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের আদলে নির্মাণ করতে হবে।

৪.০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের আবশ্যিক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ

৪.১ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ, গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সহজ ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্ত Ramp সুবিধা রাখতে হবে। প্রসূতিদের জন্য স্বতন্ত্র টয়লেট সুবিধাসহ নারীদের জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.২ আশ্রয়কেন্দ্রে দুর্যোগকালীন অবস্থায় বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর আশ্রয় প্রদানের পাশপাশি পর্যাপ্ত আলো, নিরাপদ পানি, খাদ্য, পায়খানা ও স্যানিটেশনের বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

৪.৩ দুর্যোগকালে বিশেষতঃ রাত্রিকালীন সময় প্রবল ঝড় বৃষ্টির মাঝে আশ্রয়কেন্দ্র সহজে দৃষ্টিগোচর হয় তজ্জন্য ভবনের ওপরে বা ছাদে লাইটিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। এজন্য সোলার প্যানেল এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৪ সাধারণত উপকূলীয় অঞ্চলের পানি লবণাক্ত থাকে। তাই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে সুপেয় নিরাপদ পানি সরবরাহের সুবিধার্থে নির্মিতব্য সকল আশ্রয়কেন্দ্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.৫ গবাদি পশুর আশ্রয়ের জন্য Ramp এর সুবিধাসহ এ ধরণের আশ্রয়কেন্দ্র ৩ (তিন) তলা বিশিষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয়। যার ২য় তলায় গবাদি পশু রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

৫.০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা

৫.১ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সময় সুবিধাভোগী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত রাখতে হবে যাতে পরবর্তীতে তারা আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারেন।

৫.২ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণকারী সংস্থা যদি এর ব্যবহারকারী হয় তাহলে ঐ আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও উক্ত সংস্থার ওপর বর্তাবে।

৫.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্মিত বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি বা গভর্ণিং বডির ওপর ন্যস্ত হবে।

৫.৪ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণকারী সংস্থা যদি নির্মাণের অব্যবহিত পরেই তার স্বত্ব পরিত্যাগ করে, সে ক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্রের স্বত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের ওপর ন্যস্ত হবে।

সেক্ষেত্রে এ বিভাগের নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সেগুলোর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

৬.০ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব

৬.১ Standing Orders on Disaster (SOD), 2010 অনুযায়ী কোন জেলায় অবস্থিত সকল ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার দায়িত্ব জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর ন্যস্ত আছে। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে জেলা প্রশাসক জেলাধীন উপজেলা এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতায় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের পয়ঃনিষ্কাশন, খাবার পানি, পর্যাপ্ত আলো ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত করবেন।

৬.২ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের মালিকানা ও ব্যবহারকারী যে সংস্থাই হোক না কেন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের যাবতীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সমন্বিত হতে হবে।

৬.৩ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে জেলা প্রশাসক তার জেলার সকল আশ্রয়কেন্দ্রের তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উৎস হিসেবে কাজ করবে। জেলা প্রশাসকগণ এ সকল তথ্যাদির ভিত্তিতে একটি ডাটাবেজ তৈরি করবেন এবং স্ব-স্ব জেলার ওয়েবসাইটে তা প্রচারের ব্যবস্থা নেবেন।

৭.০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা সংরক্ষণ

৭.১ কোন উপজেলায় যে সকল সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ভবন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার উপযোগী বলে গণ্য হবে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেসব ভবনকে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্ত চিহ্নিত ও ঘোষণা করবেন। তিনি এ ধরণের সকল ভবনের তালিকা সংরক্ষণ করবেন এবং তালিকার কপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন।

৭.২ জেলা প্রশাসক তার এলাকাভুক্ত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর তালিকা এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগকে নিয়মিত সরবরাহ করবেন।

৭.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলীর আধার হিসেবে কাজ করবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে এ বিষয়ে অবহিত রাখবে।

৭.৪ দেশের সকল ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের যাবতীয় তথ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ উহার ওয়েবসাইটে (www.dmrd.gov.bd) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো উহার ওয়েবসাইটে (www.dmb.gov.bd) সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করবে।

৮.০ মাটির কিল্লাসমূহের ব্যবস্থাপনা

৮.১ গবাদি পশু বিশেষতঃ গরু-মহিষ রক্ষার্থে সত্তরের দশকে সরকারের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেট সোসাইটি কর্তৃক নির্মিত ১৫৬ টি এবং ১৯৯১ সনের ঘূর্ণিঝড়ের পর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ৪০ টি মাটির কিল্লার সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর ন্যস্ত হবে।

৮.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট কিল্লাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে।

৮.৩ উপজেলা নির্বাহী অফিসার তার উপজেলায় নির্মিত কিল্লাসমূহের ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ করবেন এবং অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগে প্রেরণ করবেন।

৮.৪ জমিদাতা কর্তৃক যে সকল মাটির কিল্লার জমির দলিল এখনও হস্তান্তর করা হয়নি উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ঐ সকল কিল্লার তালিকা প্রস্তুত করে দ্রুত মালিকানা হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ সকল মালিকানা হস্তান্তর দলিল সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এর নামে সম্পাদিত হতে হবে।

৮.৫ একটি কিল্লা নির্মাণে প্রায় ৫ থেকে ৬ একর জমির প্রয়োজন হয়। দেশের জমির স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে নতুন মাটির কিল্লা তৈরি না করা শ্রেয় হবে।

৮.৬ এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১১.১-এর বিধান সাপেক্ষে আশ্রয়কেন্দ্র ও মাটির কিল্লা ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

৯. ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিত্যক্ত ঘোষণা ও বিক্রয়

৯.১ যে সকল ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণকারী ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজেরাই উহার ব্যবহারকারী সে সকল আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত হবে।

৯.২ যে সকল আশ্রয়কেন্দ্রের মালিকানা নির্মাণকারী সংস্থা কর্তৃক নির্মাণের অব্যবহিত পরেই সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হবে সে সকল আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের অনুমোদনক্রমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর ন্যস্ত হবে।

৯.৩ সংশ্লিষ্ট নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হতে আশ্রয়কেন্দ্রের মালিকানা স্বত্ব সরকারের নিকট হস্তান্তরের পর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে বরাদ্দ করবে।

৯.৪ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়ন ভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করে মেরামতের কাজ সম্পন্ন করবে।

৯.৫ পূর্বে নির্মিত কিন্তু বর্তমানে পরিত্যক্ত আশ্রয়কেন্দ্রের মালিকানা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের অনুকূলে গ্রহণপূর্বক তা মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৯.৬ (১) নদীভাংগন, উপকূলভাংগন কিংবা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে কোন আশ্রয়কেন্দ্র নদীগর্ভ বা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হওয়ার কারণ ঘটিলে বা দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে মেরামত অযোগ্য এবং ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়লে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশক্রমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং অপর একজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি উহার সরকারি মূল্য নির্ণয় করবে এবং নিলামে বিক্রয়ের জন্য জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

(২) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ধরনের প্রস্তাব যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক সুপারিশসহ অনুমোদনের নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগে প্রেরণ করবে। এ বিভাগ উক্ত সুপারিশ বিবেচনা পূর্বক নিলাম বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিতে পারবে।

(৩) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ধরনের অনুমোদন প্রাপ্তির পর যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতঃ পূর্বাহ্নে দিনক্ষণ নির্ধারণপূর্বক ব্যাপক প্রচার ও প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি খাতে জমা প্রদান করবে।

১০.০ স্বাভাবিক সময়ে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার

১০.১ যে সকল আশ্রয়কেন্দ্র স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির অথবা অন্য কোন সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন সীমানার মধ্যে অবস্থিত সে সকল আশ্রয়কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার ঐ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

১০.২ যে সমস্ত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নিয়মিত এবং সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না তা স্থানীয় চাহিদার আলোকে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সেবামূলক কাজে- (যেমন-স্কুল, মাদ্রাসা, গণশিক্ষা কেন্দ্র, নৈশশিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি) অথবা এনজিও'দের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম (যেমন-ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের স্থান, অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি) হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০.৩ নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হয় না এমন আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বিবাহ অনুষ্ঠান, সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অফিস ইত্যাদি কাজে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে অর্থ সংগৃহিত হতে পারে।

১০.৪ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ছোট-খাটো মেরামতের জন্য উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয়ভাবে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবে। সংগৃহীত অর্থ উপজেলা পরিষদের বা ইউনিয়ন পরিষদের অনুকূলে ''ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ'' নামে একটি সঞ্চয়ী হিসেব খুলে ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। শুধু উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্বানুমোদনক্রমে যথাক্রমে উপজেলা বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরে এ ব্যাংক হিসেব হতে টাকা উত্তোলন ও খরচ করা যাবে।

১০.৫ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির (১১.১-এ বর্ণিত কমিটি) সভাপতি ও একজন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে রশিদের মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্রের ভাড়া আদায় করতে হবে। আদায়কৃত অর্থ হিসেব বহিতে হিসেবভুক্ত করতে হবে। উপজেলা পরিষদ হিসাব বহি ও রশিদ বহি সরবরাহ করবে।

১০.৬ সংগৃহীত অর্থ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যয় করা ছাড়া অন্য কোন খাতে খরচ করা যাবে না।

১০.৭ অডিটের জন্য হিসেব বহি ও রশিদের মুড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ করতে হবে।

১০.৮ স্বাভাবিক সময়ে ব্যবহারকারী ব্যক্তি বা সংস্থা যে কাজেই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করুন না কেন, জরুরি দুর্যোগকালীন সময়ে এর ব্যবহার উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থির করবে এবং দুর্যোগকালীন সময়ে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর (SOD) ভিত্তিতে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমন্বয় সাধন করবে।

১১.০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি

১১.১ যে সকল আশ্রয়কেন্দ্র স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির অথবা অন্য কোন সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন সীমানার মধ্যে অবস্থিত নয় এবং অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত নয়, সে সকল আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার,

(National Plan for Disaster Management: ২০১০-২০১৫) আলোকে প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র/ মাটির কিল্লার জন্য নিম্নরূপ ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট ''ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি'' দায়িত্ব পালন করবেঃ

- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য - সভাপতি
- স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক - সদস্য
- স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি/ইমাম/ধর্মীয় নেতা - সদস্য
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য - সদস্য
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীর একজন প্রতিনিধি - সদস্য
- বেসরকারি সংস্থার / এনজিও'র একজন প্রতিনিধি - সদস্য
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্য - সদস্য-সচিব

১১.২ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ''ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিতে'' প্রতিনিধি নির্বাচন ও কমিটির মেয়াদ নির্ধারণ করবেন।

১১.৩ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্য-পরিধি

ক) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ৪ নম্বর সতর্ক সংকেত প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়কেন্দ্র উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থাসহ এর পয়ঃনিষ্কাশন ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

খ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশনা জারীর সঙ্গে সঙ্গে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা।

গ) আশ্রয়কেন্দ্র খালি করার নির্দেশনা জারি করা হলে আশ্রিতদের নিজ নিজ বাড়ি-ঘরে ফিরে যেতে সহযোগিতা করার মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্র খালি নিশ্চিত করা।

ঘ) জনগণ আশ্রয়কেন্দ্র ত্যাগ করার পর উহার সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং প্রয়োজনে মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা।

ঙ) উপজেলা বা ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক এ নীতিমালার ১০ নং অনুচ্ছেদের অধীনে 'স্বাভাবিক সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার' সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব অর্পণ করলে তা সঠিকভাবে প্রতিপালন করা।

১২ বিশেষ নির্দেশাবলী

(১) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহার ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য এ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

(২) বাস্তব অবস্থার নিরিখে এ নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সাথে পরামর্শ করে তা সম্পন্ন করবে।

(৩) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রাক্কালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগকে অবহিত করবে।

(৪) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করবে। আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত সকল তথ্য-উপাত্ত এ বিভাগে সংরক্ষিত থাকবে।

(মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ)
যুগ্ম-সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা)

নং-৫১.০০.০০০০.৩২১.৩৮.০৭৬.১১.৬৩৬

তারিখ: ০১ পৌষ, ১৪১৮ / ১৫ ডিসেম্বর, ২০১১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):-

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩. মাননীয় সংসদ সদস্য (সকল উপকূলীয় জেলা)

৪. সচিব (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)

৫. সদস্য - পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা (সকল)

৬. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

৭. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, ঢাকা।

৮. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো / ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর / ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর / মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর / প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর / এনজিও বিষয়ক ব্যুরো /

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর / খাদ্য অধিদপ্তর / পরিবেশ অধিদপ্তর / কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তর / মৎস্য অধিদপ্তর / প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর / বাংলাদেশ ভূ-জরীপ অধিদপ্তর / টি এন্ড টি বোর্ড / বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলম্পমেন্ট বোর্ড / আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর / পানি উন্নয়ন বোর্ড / বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা।

৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি / স্পার্সো / বিটিআরসি / বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড / ঢাকা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ / চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ / খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ / রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা / চট্টগ্রাম / খুলনা/ রাজশাহী ।

১০. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা / চট্টগ্রাম / রাজশাহী / খুলনা / বরিশাল / সিলেট / রংপুর।

১১. প্রধান প্রকৌশলী/স্থপতি, গণপূর্ত অধিদপ্তর/ স্থাপত্য অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর / নিমার্ণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, ঢাকা।

১২. প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ, ঢাকা।

১৩. চেয়ারম্যান/মহাসচিব, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন / জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম/ জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।

১৪. পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৫. UN Resident Coordinator, United Nations; Country Director / Representative, WB / ADB / UNDP / WFP / WHO / UNICEF / UNFPA / FAO / IDB; Head of Agency / Operation/ Deligation, SDC/ NORWEGIAN EMBASSY/EU/ DANIDA/ IFRC/ AusAID; Representative / Regional Representative / Chief Representative, GIZ / Oxfam / CARE / SIDA / Action Aid / Save the Children USA / Save the Children UK / Helen-Killer International / World Vision / CCDB / Islamic Relief UK / MuslimAid / UKAid / JAIKA / CARITAS /সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা)।

১৬. পরিচালক প্রশাসন / অপারেশন, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, ঢাকা।

১৭. একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী / উপদেষ্টা / প্রতিমন্ত্রী (সকল), মাননীয় মন্ত্রী / উপদেষ্টা / প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।

১৮. জেলা প্রশাসক (সকল)

১৯. নির্বাহী পরিচালক (সংশ্লিষ্ট সকল এন.জি.ও)

২০. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন / জেলা পরিষদ, (উপকূলীয় অঞ্চল)

২১. উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। এ নীতিমালাটি 'বাংলাদেশ গেজেট' এর পরবর্তী বিশেষ সংখ্যায় ছাপাতে ও প্রকাশ করতে অনুরোধ করা হল।

২২. জেলা পুলিশ সুপার (সকল)

২৩. সিভিল সার্জন, (সকল উপকূলীয় জেলা)

২৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত / সড়ক ও জনপথ/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর / জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর / পানি উন্নয়ন বোর্ড / বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (সকল উপকূলীয় জেলা)

২৫. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল উপকূলীয় জেলা)

২৬. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল উপকূলীয় জেলা)

২৭. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল উপকূলীয় জেলা)

২৮. জেলা কমান্ডেন্ট, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সকল উপকূলীয় জেলা)

২৯. জেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার, (সকল উপকূলীয় জেলা)

৩০. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল উপকূলীয় জেলা)

৩১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল উপকূলীয় জেলা)

৩২. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার/উপজেলা প্রকৌশলী/উপজেলা শিক্ষা অফিসার/উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসার/ উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার/ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ স্টেশন) (সকল উপকূলীয় জেলা)

৩৩. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল উপকূলীয় জেলা)

(মোঃ কামরুল হাসান)
উপ-সচিব (দুব্যপ্র:)
e-mail: dsdmadmin@dmrd.gov.bd

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ডিজাইন-১

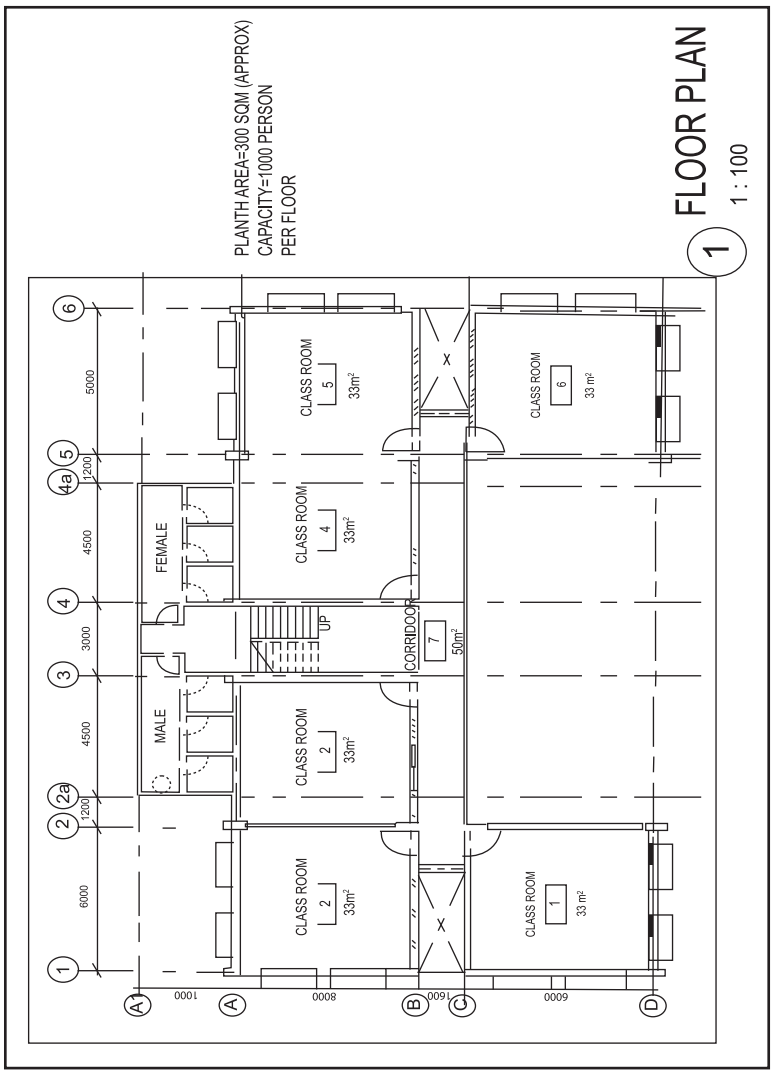

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ডিজাইন-২

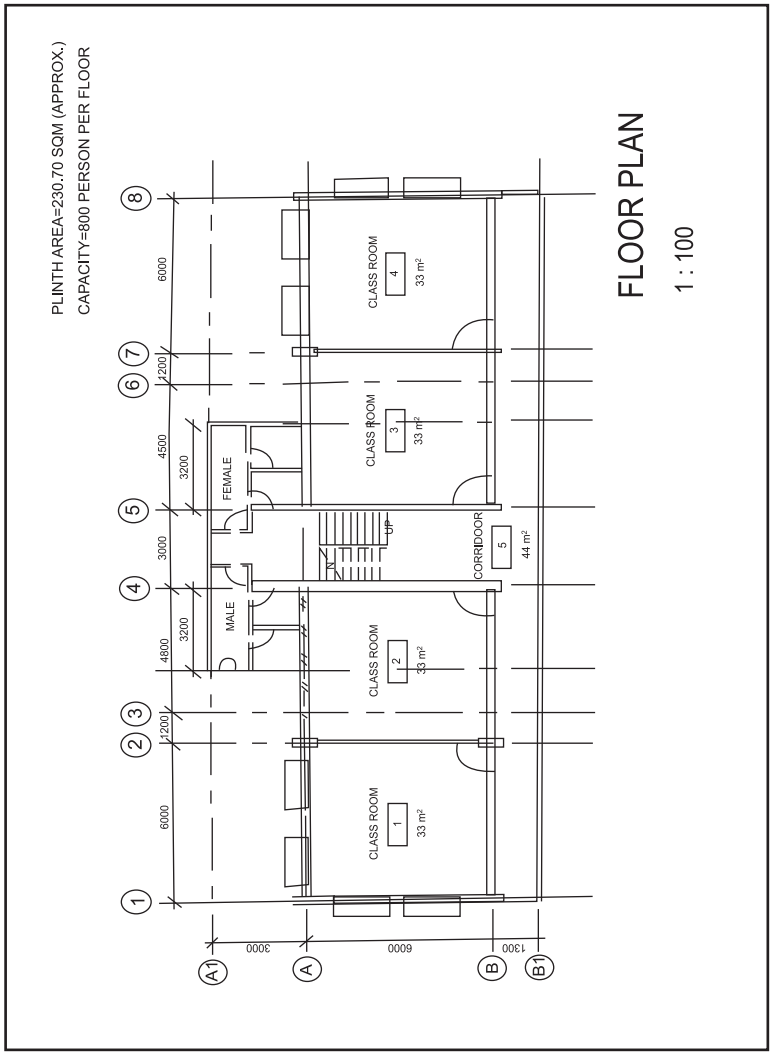

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ডিজাইন-৩

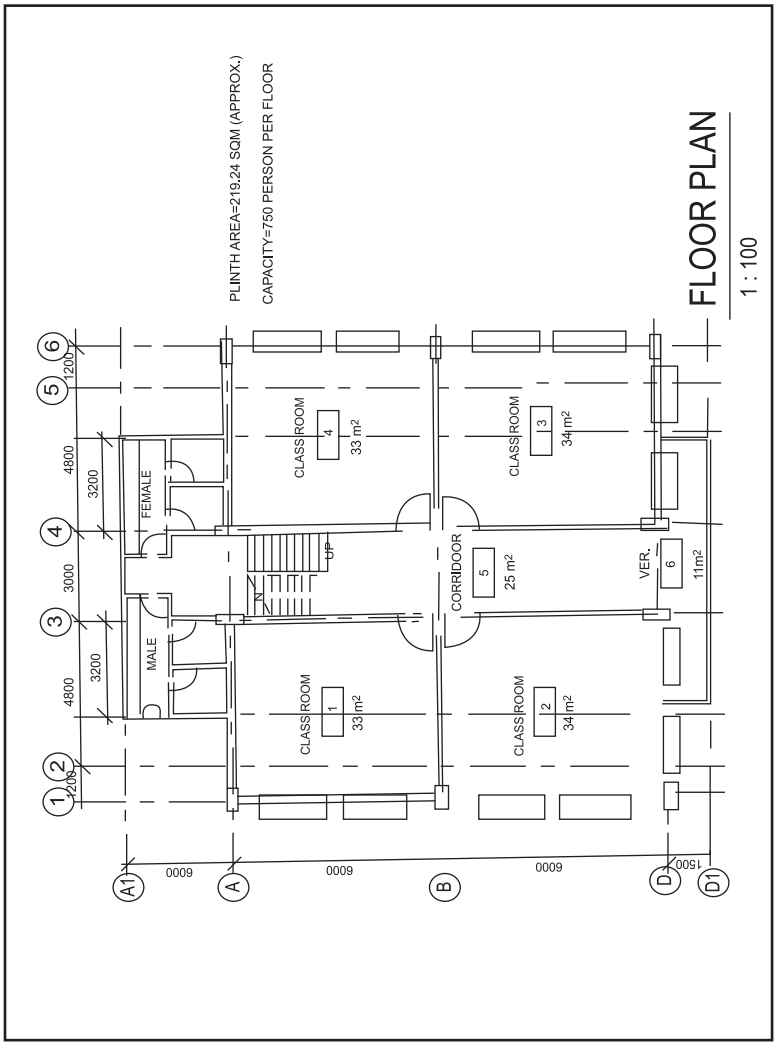

কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
ও ত্রাণ বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এর সহায়তায় মুদ্রিত।